

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০১৯

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

জীবন বীমা কর্পোরেশন

প্রধান কার্যালয়

২৪, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২৯ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৬-আইন/২০১৯।—Insurance Corporation Act 1973 (Act VI of 1973) এর section 31 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জীবন বীমা কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। শিরোনাম ও প্রয়োগ।—(১) এই প্রবিধানমালা জীবন বীমা কর্পোরেশন গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রবিধানমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা নিম্নবর্ণিত কর্মচারীগণ ব্যতীত কর্পোরেশনের অন্যান্য সকল শ্রেণির কর্মচারীগণের জন্য প্রযোজ্য হইবে, যথা :—

(অ) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারী (যদি না তাহাদের চাকুরীর শর্তে স্পষ্টভাবে এই প্রবিধানমালার কোনো বিধান তাহাদের জন্য কর্পোরেশনে নিয়োজিত থাকাকালীন সময়ে প্রযোজ্য হইবে বলিয়া উল্লেখ থাকে); এবং

(আ) সম্পূর্ণ অস্থায়ী, দৈনিক ভিত্তিক, চুক্তিভিত্তিক বা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী।

(১৪৬৫)

মূল্য : টাকা ১২.০০

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

- (ক) “**উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ**” অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে Insurance Corporation Act 1973 এর section 7 এর অধীনে গঠিত বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা;
- (খ) “**কর্তৃপক্ষ**” অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন নির্দিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষ;
- (গ) “**কর্মচারী**” অর্থ কর্পোরেশনের অস্থায়ী বা স্থায়ী যে কোনো কর্মচারী এবং যে কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ঘ) “**কর্পোরেশন**” অর্থ Insurance Corporation Act 1973 এর section 4 এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন;
- (ঙ) “**বাড়ি**” অর্থে এপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাটকেও বুঝাইবে;
- (চ) “**ব্যবস্থাপনা পরিচালক**” অর্থ কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক;
- (ছ) “**মূল বেতন**” অর্থ জীবন বীমা কর্পোরেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৯২ অনুযায়ী নির্ধারিত বেতন; এবং
- (জ) “**সুদ**” অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত “**ব্যাংক রেট**” অনুযায়ী সরল সুদ।

৩। **গৃহ নির্মাণ বাবদ অগ্রিম প্রদান।**—(১) কর্পোরেশনে অন্যান্য ০৫ (পাঁচ) বৎসর যাবৎ কর্মরত আছেন এইরূপ স্থায়ী কর্মচারীকে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণ বাবদ অগ্রিম প্রদান করা যাইবে, যথা :—

- (ক) জমি ক্রয় ও উহাতে গৃহ নির্মাণ;
- (খ) তৈরিকৃত বাড়ি ক্রয়;
- (গ) নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে গৃহ নির্মাণ; এবং
- (ঘ) নিজস্ব মালিকানাধীন বাড়ি সংস্কার, বর্ধিতকরণ, মেরামত ও পুনঃনির্মাণ।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ছাড়াও কর্পোরেশন, উহার কোনো কর্মচারী অথবা তাহার স্বামী বা স্ত্রী (ক্ষেত্রমত প্রযোজ্য) কর্তৃক তৈরি বাড়ি ক্রয়, নিজস্ব জমিতে বাড়ি নির্মাণ, বাড়ি বর্ধিতকরণ, মেরামত অথবা সংস্কারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অথবা কোনো ব্যাংক অথবা অন্য কোনো স্বীকৃত ঋণ প্রদানকারী সংস্থা হইতে গৃহীত ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত অগ্রিম প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কর্মচারী এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার ৫ (পাঁচ) বৎসর পূর্বে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন অথবা কোনো ব্যাংক অথবা অন্য কোনো স্বীকৃত ঋণ প্রদানকারী সংস্থা হইতে কোনো ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকিলে উহা পরিশোধের নিমিত্ত অত্র কর্পোরেশন কোনো অগ্রিম প্রদান করিবে না।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত প্রদেয় অগ্রিমের অর্থ আবেদনকারী কর্মচারীর পক্ষে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হইবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্ধকীকৃত জমিতে বাড়ি নির্মাণের প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো অগ্রিমের প্রয়োজন হইলে উহা সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিকট হইতে ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী অথবা তাহার স্বামী বা স্ত্রীকে (ক্ষেত্রমত প্রযোজ্য) কর্পোরেশনের নিকট সংশ্লিষ্ট জমি দ্বিতীয় বন্ধক প্রদান সাপেক্ষে অগ্রিম প্রদান করা যাইবে।

৪। গৃহ নির্মাণ বাবদ অগ্রিম প্রদানের শর্তাবলি।—(১) মেট্রোপলিটন এলাকা, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এলাকায় বা উপজেলা সদরের ০৫(পাঁচ) কিলোমিটারের মধ্যে বাড়ি নির্মাণ বা ক্রয়ের জন্য প্রবিধান ৩ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ও পদ্ধতিতে কর্পোরেশনের কর্মচারীগণকে নিম্নবর্ণিত শর্তে গৃহ নির্মাণ বাবদ অগ্রিম প্রদান করা যাইবে, যথা :—

- (ক) কর্মচারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে;
- (খ) কর্পোরেশনে তাহার চাকুরী স্থায়ী হইতে হইবে;
- (গ) সংশ্লিষ্ট অগ্রিম গ্রহণকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বাড়ি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট জমিতে হইতে হইবে; এবং
- (ঘ) অগ্রিম প্রদানকালীন, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএলসহ চাকুরীর মেয়াদ অনূন্য ১০ (দশ) বছর অবশিষ্ট থাকিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত এলাকায় কোনো কর্মচারীর নিজস্ব বাড়ি থাকিলে প্রবিধান ৩ এর উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী তাহাকে কোনো অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ক্ষেত্রে প্রবিধান ৩ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ঘ) অনুযায়ী বাড়ি সংস্কার, বর্ধিতকরণ, মেরামত ও পুনঃনির্মাণের জন্য অগ্রিম প্রদান করা যাইবে।

(৩) স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই কর্পোরেশনে কর্মরত থাকিলে তাহাদের মধ্যে যে কোনো একজন গৃহ নির্মাণ অগ্রিম পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৪) গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের জন্য দরখাস্তকারীর আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর অথবা প্রার্থীত অগ্রিমের পরিমাণ কমানোর সকল ক্ষমতা কর্পোরেশনের থাকিবে এবং এই বিষয়ে কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) প্রদত্ত অগ্রিমের উপর সুদ ধার্য করা হইবে।

৫। গৃহ নির্মাণ বাবদ প্রদেয় অগ্রিমের পরিমাণ, ইত্যাদি।—(১) কোনো কর্মচারীকে গৃহ নির্মাণ বাবদ প্রদেয় অগ্রিমের পরিমাণ নিম্নবর্ণিত পরিমাণসমূহের মধ্যে যেই পরিমাণটি তুলনামূলকভাবে কম হইবে সেই পরিমাণ নির্ধারিত হইবে, যথা :—

- (ক) জমির প্রকৃত মূল্যসহ বাড়ি নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ ব্যয়; অথবা
- (খ) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ১২০ (একশত বিশ) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ।

(২) অগ্রিম গ্রহীতা তাহার পিআরএলসহ চাকুরীকালীন সময়ে অগ্রিমের সুদসহ আসল যাহাতে পরিশোধ করিতে পারেন, সেই বিবেচনায় অগ্রিমের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, চাকুরীর মেয়াদ যাহাই থাকুক না কেন, সুদসহ অগ্রিম আদায়ের পরিমাণ সর্বোচ্চ ২০০ (দুইশত) টি মাসিক কিস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৩) গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জমি বা বাড়ির ক্রয়মূল্য অথবা নির্মাণ মূল্য, কর্পোরেশন কর্তৃক যাহা নির্ধারিত হইবে তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। **গৃহ সংস্কার, বর্ধিতকরণ, মেরামত, পুনঃনির্মাণ ইত্যাদির জন্য প্রদেয় অগ্রিমের পরিমাণ ও আদায়, ইত্যাদি।—**(১) গৃহ নির্মাণ বাবদ গৃহীত অগ্রিম দ্বারা তৈরিকৃত বাড়ির জন্য পরবর্তীতে বাড়ি সংস্কার ও মেরামতের জন্য অতিরিক্ত অগ্রিম প্রদান করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত অগ্রিমের পরিমাণ পূর্বে প্রদত্ত মূল অগ্রিম অর্থের ২০ (বিশ) শতাংশের বেশি হইবে না।

(২) প্রবিধান ৩ ও ৪ এর অধীন অগ্রিম প্রদানের পরবর্তীতে বেতন বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ি বর্ধিতকরণ ও পুনঃনির্মাণের জন্য অতিরিক্ত অগ্রিম প্রদান করা যাইবে এবং অতিরিক্ত অগ্রিম প্রদানের তারিখ হইতে পূর্বে প্রদত্ত মূল অগ্রিমের সঙ্গে সংযুক্ত হইবে।

(৩) প্রবিধান ৩ এর অধীন প্রদত্ত মূল অগ্রিমের অপরিশোধিত অর্থের সহিত অতিরিক্ত অগ্রিমের পরিশোধযোগ্য অর্থ একীভূতকরণপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাসিক সমকিস্তিতে সকল অগ্রিম পরিশোধ করিবার শর্তে অতিরিক্ত অগ্রিম মঞ্জুরির বিষয়টি বিবেচনা করা যাইবে।

৭। **একাধিকবার গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রদান সংক্রান্ত বিধান।—**(১) এই প্রবিধানমালার অধীনে কোনো কর্মচারীকে একবারের অধিক গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিশেষ কারণে কোনো কর্মচারীকে যদি পূর্বে গৃহীত অগ্রিম দ্বারা ক্রয়কৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে হয়, সেই ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত অগ্রিম সুদসহ পরিশোধের পরেই তাকে পুনঃঅগ্রিম প্রদান করার বিষয়টি বিবেচনা করা যাইতে পারে এবং এক্ষেত্রে প্রকৃত কারণ সম্পর্কে লিখিত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেশনের সার্বিক মূল্যায়ন ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে তাহা অনুমোদিত হইতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন একবারের অধিক অগ্রিম একজন কর্মচারীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একবারের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

৮। **পূর্বে প্রদত্ত গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের ক্ষেত্রে বিধান।—**এই প্রবিধানমালা জারির পূর্বে যদি কোনো কর্মচারীকে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম প্রদান করা হইয়া থাকিলে তাহার জন্য প্রবিধান ৪ ও ৫ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৯। **গৃহ নির্মাণ বাবদ অগ্রিম প্রদান পদ্ধতি।—**(১) গৃহ নির্মাণ বাবদ অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মচারীগণকে অগ্রিমের অর্থ ৪ (চার) কিস্তিতে প্রদান করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথম কিস্তির পরিমাণ অনুমোদিত অগ্রিমের ১/৪ (চার ভাগের এক ভাগ) এর অতিরিক্ত হইবে না।

(২) কর্পোরেশন অগ্রিম গ্রহীতা কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তা এবং গৃহীত অগ্রিমের সঠিক ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইলে, তদনুযায়ী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কিস্তি নির্ধারণপূর্বক উহার অর্থ কর্মচারীকে প্রদান করিবে এবং বাড়ির ছাদ তৈরি সংক্রান্ত খরচ নির্বাহের জন্য সর্বশেষ কিস্তির অর্থ প্রদান করিবে।

(৩) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী নবম গ্রেড এবং তদুর্ধ্ব বেতন স্কেলে কর্মরত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বাড়ি নির্মাণের লক্ষ্যে জমি ক্রয় করার সময় মোট মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের শতকরা ৩০ (ত্রিশ) ভাগ এবং অন্যান্য কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ পর্যন্ত (জমির প্রকৃত ক্রয়মূল্যের অধিক নহে) প্রদান করা যাইবে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন মঞ্জুরীকৃত অগ্রিমের অবশিষ্টাংশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাড়ি তৈরির অনুমোদিত নকশা জমা প্রদানের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তি নির্ধারণপূর্বক উহা কর্মচারীকে প্রদান করিবে এবং বাড়ির ছাদ তৈরি সংক্রান্ত খরচ নির্বাহের জন্য সর্বশেষ কিস্তি প্রদান করিতে হইবে।

(৫) গৃহ সংস্কার, বর্ধিতকরণ, মেরামত, পুনঃনির্মাণ ইত্যাদি বাবদ অগ্রিম সমান ২ (দুই) কিস্তিতে প্রদান করা হইবে এবং প্রথম কিস্তির অর্থ সদ্যবহার করা হইয়াছে মর্মে প্রতিবেদন পাইবার পর দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

১০। **তৈরি ফ্ল্যাট বা বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রিম প্রদান পদ্ধতি।**—তৈরি ফ্ল্যাট বা বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে ফ্ল্যাট বা বাড়ি ক্রয়ের বায়নানামা করার সময় বাড়ি বিক্রেতাকে প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত বাড়ির নির্ধারিত মূল্যের শতকরা ১০(দশ)ভাগ অর্থ প্রদান করা হইবে এবং অবশিষ্ট অর্থ রেজিস্ট্রেশনের সময়ে প্রদান করা হইবে।

১১। **গৃহ নির্মাণ বাবদ প্রদত্ত অগ্রিম আদায় পদ্ধতি।**—(১) কোনো কর্মচারী কর্তৃক প্রবিধান ৩ ও ৬ এর অধীন গৃহীত অগ্রিমের মূল অর্থ মাসিক সমকিস্তিতে মোট ১২০ (একশত বিশ) কিস্তিতে তাহার বেতন হইতে আদায় করিতে হইবে এবং পরবর্তীতে চাকুরীর অবশিষ্ট মেয়াদ বিবেচনায় মোট অগ্রিমের সমুদয় সুদ মাসিক সমকিস্তিতে একইভাবে আদায়যোগ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে মোট কিস্তির সংখ্যা উক্ত ১২০ (একশত বিশ) কিস্তিসহ ২০০ (দুইশত) টির অধিক হইবে না।

(২) যেসকল কর্মচারীর পিআরএলসহ চাকুরীর মেয়াদ মাত্র ১০ (দশ) বৎসর অবশিষ্ট থাকিবে, সেই সকল কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণ বাবদ অগ্রিম হিসাবে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ সুদসহ মোট ১২০ (একশত বিশ) টি মাসিক সমান কিস্তিতে বেতন হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) অগ্রিম গ্রহীতার অনুকূলে অগ্রিমের প্রথম কিস্তির অর্থ প্রদানের ১২ (বার) মাস পর অগ্রিমের অর্থ আদায় আরম্ভ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, অগ্রিম গ্রহীতা উক্ত ১২ (বার) মাস সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেও কিস্তি পরিশোধ আরম্ভ করিতে পারিবেন।

(৪) সম্পূর্ণভাবে তৈরি ফ্ল্যাট বা বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রদত্ত অগ্রিম এবং উহার সুদ উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী আদায়যোগ্য হইবে এবং অগ্রিম প্রদানের ৬ (ছয়) মাস পর ঋণের কিস্তি আদায় আরম্ভ করিতে হইবে।

(৫) কোনো কর্মচারী উপ-প্রবিধান (১) এবং (২) এ উল্লিখিত কিস্তির অতিরিক্ত হারে আসল অথবা সুদ পরিশোধ করিতে পারিবেন অথবা তাহার নিকট প্রাপ্য সমুদয় অর্থ এককালীন পরিশোধ করিতে পারিবেন।

(৬) সংশ্লিষ্ট কর্মচারী পূর্ণ অবসর গ্রহণের সময় অপরিশোধিত অগ্রিম অথবা সুদ অথবা উভয়ই, যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর প্রাপ্য অবসর সুবিধাদির চূড়ান্ত হিসাবের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

১২। **গ্যারান্টি।**—বাড়ি বা জমি ক্রয়ের নিমিত্ত কর্পোরেশন কর্তৃক কোনো কর্মচারীর অনুকূলে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম অনুমোদিত হইলে উক্ত কর্মচারীকে কর্পোরেশনের চাকুরীতে স্থায়ী ২ (দুই) জন কর্মকর্তার নিকট হইতে সাময়িক গ্যারান্টি গ্রহণ করিতে হইবে এবং কর্পোরেশনের অনুকূলে উল্লিখিত বাড়ি বা জমি বন্ধক প্রদানের কার্য সমাপ্ত হইবার পর প্রদত্ত উক্ত গ্যারান্টি অবমুক্ত করা যাইবে।

১৩। **জমি এবং বাড়ি বন্ধক প্রদান।**—(১) বাড়ি সংস্কার, বর্ধিতকরণ, মেরামত এবং বর্তমান বাড়ির পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যে অনুমোদিত প্রথম কিস্তির অর্থ গ্রহণের প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে অবশ্যই কর্পোরেশনের অনুকূলে জমি ও বাড়ির বন্ধকীকরণ কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম দ্বারা ক্রয়কৃত জমি বা বাড়ি কোনো কর্মচারী নিজ নামে নামজারী করিবার তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে তাহাকে কর্পোরেশনের অনুকূলে অবশ্যই উক্ত জমি বা বাড়ি বন্ধকীকরণ কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত নমুনা ফর্মে উল্লিখিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে অগ্রিম গ্রহীতার আবেদনের ভিত্তিতে বন্ধকীকরণ সময়সীমা ১ (এক) মাসের স্থলে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করা যাইবে।

(৪) সুদসহ গৃহীত সমুদয় অগ্রিম পরিশোধ সাপেক্ষে সাবরেজিস্ট্রি অফিস কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকী দলিল অবমুক্ত (Redeem) করা যাইবে।

(৫) পরিশোধযোগ্য বকেয়া অগ্রিম যদি বন্ধকীকৃত সম্পত্তির মূল্যের ১২৫ (একশত পঁচিশ) ভাগের কম না হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পূর্ণ অবসর গ্রহণের সময় অপরিশোধিত অগ্রিম বা সুদ অথবা উভয়ই, যদি আবশ্যিক হয়, তাহা উক্ত কর্মচারীর প্রাপ্য অবসর সুবিধাদির চূড়ান্ত হিসাবের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

১৪। **বন্ধকী নিরাপত্তা বীমা।**—(১) অগ্রিম গ্রহীতাকে তাহার নিজ খরচে কর্পোরেশনের গ্রুপ ইন্সুরেন্স ডিভিশন (বীমাকারী) হইতে বন্ধকী নিরাপত্তা পলিসি (Mortgage Protection Policy) গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে অগ্রিম গ্রহীতার অকাল মৃত্যুতে সুদসহ বকেয়া সমুদয় অর্থ বীমাকারীর নিকট হইতে আদায় করা যায়।

(২) কর্পোরেশনের অর্থ ও হিসাব ডিভিশন অগ্রিম প্রদানের তারিখ হইতে অগ্রিম গ্রহীতার মাসিক বেতন হইতে বন্ধকী নিরাপত্তা পলিসির প্রিমিয়াম বাবদ অর্থ কর্তন করিয়া তাহা গ্রুপ ইন্সুরেন্স ডিভিশনকে প্রদান করিবে।

(৩) বন্ধকী নিরাপত্তা পলিসির প্রিমিয়ামের হার গ্রুপ ইন্সুরেন্স ডিভিশন (বিমাকারী) নির্ধারণ করিবে।

(৪) গ্রুপ ইন্সুরেন্স ডিভিশন অগ্রিম গ্রহীতার অকাল মৃত্যুতে বন্ধকী নিরাপত্তা পলিসির মাধ্যমে সুদসহ বকেয়া সমুদয় অর্থ কর্পোরেশনকে পরিশোধ করিবে।

১৫। **বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে বিধান।**—যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ছাড়পত্র ও অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী বাড়ি তৈরি করিতে হইবে এবং প্রস্তাবিত বাড়ির নকশা ও মালিকানা বিষয়ক মূল দলিল কর্পোরেশনের নিকট বন্ধক রাখিতে হইবে।

১৬। **বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধান।**—কর্পোরেশনের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এবং গৃহীত অগ্রিম সুদসহ সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়, হস্তান্তর অথবা ঋণভারগ্রস্ত (Encumber) করিতে পারিবে না।

১৭। **আইনজ্ঞ কর্তৃক দলিল পরীক্ষাকরণ।**—যে সম্পত্তির অনুকূলে অগ্রিম বাবদ অর্থ অগ্রিম প্রদান করা হইবে, সেই সম্পত্তির দলিল এবং আইনানুগ কাগজাদি কর্পোরেশনের আইনজ্ঞ অথবা আইন উপদেষ্টা কর্তৃক পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে অগ্রিম প্রদানের পূর্বে কর্পোরেশনের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে উক্ত আইনজ্ঞ হইতে এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করিতে হইবে যে, দাখিলকৃত দলিলাদি সম্পূর্ণ সঠিক আছে।

১৮। **বাড়ি নির্মাণ কার্য সম্পন্নকরণ।**—(১) এই প্রবিধানমালার বিধান অনুযায়ী অগ্রিম বাবদ প্রথম কিস্তির অর্থ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১৮ (আঠার) মাসের মধ্যে বাড়ির নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো যৌক্তিক কারণে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বাড়ির নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করিতে না পারিলে অগ্রিম গ্রহীতার লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ বাড়ির নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করিবার সময়সীমা অতিরিক্ত ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে এবং অগ্রিম গ্রহীতা উক্ত বর্ধিত সময়সীমার মধ্যেও বাড়ি নির্মাণে ব্যর্থ হইলে প্রথম কিস্তি গ্রহণের তারিখ হইতে ২৪ (চব্বিশ) মাস সময় উত্তীর্ণ হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তাহার হিসাবে প্রদত্ত সমুদয় অর্থ সুদসহ আদায়যোগ্য হইবে।

(২) অগ্রিম গ্রহীতা উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে সুদসহ সমুদয় অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হইলে বাড়ি নির্মাণের সর্বোচ্চ সময়সীমা ২৪ (চব্বিশ) মাস উত্তীর্ণের পর হইতে অগ্রিমের উপর আদায়যোগ্য নির্ধারিত সুদ হারের অতিরিক্ত ২ (দুই) শতাংশ হারে দণ্ড সুদ আদায়যোগ্য হইবে।

১৯। **চাকুরী হইতে ইস্তফা প্রদান, পদচ্যুতি বা অপসারণ।**—(১) কোনো কর্মচারী অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তীতে চাকুরি হইতে ইস্তফা প্রদান করিলে বা পদচ্যুত হইলে বা অপসারিত হইলে অথবা অন্য কোনো কারণে তাহার চাকুরির অবসান ঘটিলে, কর্পোরেশন পদচ্যুত বা অপসারিত অগ্রিম গ্রহীতার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে অর্থ আদায়ের মামলা দায়ের করিয়া মামলার খরচসহ সমুদয় সুদ ও অগ্রিম আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও কর্পোরেশন প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট অগ্রিম গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত সুদসহ সমুদয় পাওনা তাহার বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে এবং কর্পোরেশন প্রয়োজনে কর্মচারীর নিজস্ব তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে আদায় করিতে পারিবে।

২০। **ক্রয়কৃত জমির বিষয়ে অনুমোদন প্রদান।**—কর্পোরেশন যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো কর্মচারী কর্তৃক ক্রয়কৃত জমির প্রজাস্বত্ব অর্জনের যাবতীয় শর্তাদিসহ জমির বৈধ মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠা এবং মেয়াদি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে সুদসহ অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ইজারা চালু ও ইজারাদারগণের স্বত্ব হস্তান্তর যোগ্যতার বিষয়ে দৃঢ় অবস্থান অর্জন না করিয়া থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কর্মচারীকে জমি ক্রয় বা প্রজাস্বত্ব অর্জনের জন্য কোনোরূপ অগ্রিম প্রদান করিবে না।

২১। **ভূমি উন্নয়ন কর, পৌর কর ইত্যাদির রসিদ জমা প্রদান।**—অগ্রিম গ্রহীতা কর্মচারী বন্ধকীকৃত জমি বা বাড়ি বাবদ সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় কর, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি প্রদানের রসিদ প্রয়োজনে পরিদর্শনের জন্য কর্পোরেশনের নিকট জমা প্রদান করিবেন এবং যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে উক্ত প্রদেয় পৌর কর বা ভূমি উন্নয়ন কর সুদসহ (যদি থাকে) পরিশোধ না করিয়া থাকেন, সেই ক্ষেত্রে কর্পোরেশন উল্লিখিত বকেয়া কর অগ্রিম গ্রহীতার বেতন হইতে কর্তন করিয়া কর্তিত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সরাসরি পরিশোধ করিতে পারিবে।

২২। **বাড়ির নকশা অনুমোদন।**—কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা বাড়ির নকশা প্রত্যয়ন বা অনুমোদিত হইতে হইবে।

২৩। **অগ্রিম প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতার বিধান।**—অগ্রিম প্রদানে যে কোনো দীর্ঘসূত্রিতার জন্য কর্পোরেশন দায়ী থাকিবে না।

২৪। **জামানত প্রদানকৃত সম্পত্তির মূল্য কম হইবার ক্ষেত্রে বিধান।**—যে ক্ষেত্রে অগ্রিম গ্রহণকারী কর্তৃক প্রদত্ত বন্ধকীকৃত সম্পত্তির মূল্য বকেয়া পরিশোধ পর্যাণ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল, গ্র্যাচুইটি বা পেনশন হইতে কোনো টাকা উত্তোলন করিতে পারিবেন না।

২৫। **অগ্রিমের অর্থ ব্যবহারের মেয়াদ।**—অগ্রিম মঞ্জুরির তারিখ হইতে পরবর্তী ১(এক) বৎসর পর্যন্ত অগ্রিমের অর্থ ব্যবহারের জন্য বৈধ থাকিবে এবং অগ্রিম মঞ্জুরির আদেশ বাতিল অথবা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অগ্রিম ব্যবহৃত না হইলে পুনরায় সংশ্লিষ্ট কর্মচারী নতুন অগ্রিম মঞ্জুরীর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন না।

২৬। **গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বাবদ অনাদায়ী টাকা আদায়ের খরচ বহন।**—বকেয়া অগ্রিম আদায়ের নিমিত্ত কর্পোরেশন কর্তৃক ব্যয়কৃত খরচাদি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে বহন করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বন্ধকীকৃত জমি কর্পোরেশনের অনুকূলে হস্তান্তরের খরচ (যদি থাকে) কর্পোরেশন বহন করিবে।

২৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Jiban Bima Corporation Employees House Building Loan Regulations, 1979, অতঃপর উক্ত Regulations বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত Regulations এর অধীন কৃত কার্যক্রম বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই প্রবিধানমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহার ধারাবাহিকতায় কৃত উক্ত কার্যক্রম বা গৃহীত ব্যবস্থা চলমান থাকিবে।

কর্পোরেশনের আদেশক্রমে

মোঃ আলী নূর

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (অতিঃ সচিব)

জীবন বীমা কর্পোরেশন।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd